“তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করো। একটি খারাপ কাজকে একটি ভালো কাজের সাথে অনুসরন করো, ভালো কাজটি খারাপ কাজকে মুছে ফেলবে। এবং মানুষের সাথে আচরনের ক্ষেত্রে ভালো আচরন করো। “

(তিরমিযি)

ইবনে রাজিব এই হাদীসের মন্তব্যে বলেনঃ ভালো ব্যাবহার করা হচ্ছে তাকওয়ার বৈশিষ্ট। আল্লাহ ভীতি ভালো ব্যাবহার ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না।

অনেকে ভাবে যে আল্লাহ ভীতি হচ্ছে “আল্লাহর অধিকার”- এক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে “মানুষের অধিকার” পালন করা প্রয়োজনের কথা কেন।

তাই, রসূল (সাঃ) এই হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, “আল্লাহ্‌র ভয়”-এর সাথে মানুষের সাথে সদয় আচরন ও লেনদেন একই সাথে সম্পৃক্ত।

অনেকেই যারা আল্লাহর অধিকার পরিপূর্নভাবে পালন করে, এবং আল্লাহকে খুব ভালবাসে, আল্লাহকে ভয় পায় এবং তার আনুগত্য করে, তারা পরিপূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন করে।

খুব কম লোক রয়েছে যারা আল্লাহকেও ভালবাসে আবার পাশাপাশি আল্লাহর বান্দার অধিকারও দিয়ে থাকে। রসূলের উম্মতের মধ্যে থেকে যারা এই বিষয়ে সজাগ তাদেরই আসলে রয়েছে পরিপূর্ন তাকওয়া এবং তারাই হচ্ছেন সচেতন ব্যাক্তি। “[জামী, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫৪]

রসূল (সাঃ) এই হাদীসে একটি নির্দিষ্ট আচরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে একটি ব্যাক্তি তার আচরণ পরিবর্তন করতে পারে এবং নির্ধারণ করতে পারে। সে এই ভালো আচরণ বা কাজগুলো এমন ভাবে চর্চা করতে পারে যে সেই ব্যাক্তি এই ভালো আচরণ এবং চরিত্রে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সে এই আচরণ এবং চরিত্রে এমনভাবেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে এগুলি হয়ে ওঠে তার স্বভাব এবং চরিত্র।

অতএব, একজন ব্যাক্তি তার চরিত্র পাল্টাতে পারে, এবং, সে যদি খারাপ চরিত্রেরও হয়, তাহলেও সে রসূলের এই পারামর্শ অনুসরণ করে তার চরিত্র পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে পারে।

যখন রসূল (সাঃ) পাঠানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলা হয়েছে, তখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

“আমাকে পাঠানো হয়েছে উন্নত আচার আচরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য” । [আল-হাকিম]

অর্থাৎ তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ আচার ও আচরণ মানুষকে শিখাতেন।

আরেকটি হাদিসে, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন,

> **"যে ব্যাক্তি তার আচরণ ভালো করে তার জন্য আমি জান্নাতের সর্বোচ্চে একটি ঘরের জামিনদার হবো।"[**আবু দাউদ]

অন্য আরেকটি হাদিসে, রসূল (সাঃ) বর্ণনা করেছেন,

> **"তাকওয়া নিজেই একটি উন্নত চরিত্র। অতএব, এটা ধার্মিক হওয়ার অপরিহার্য অঙ্গ। "**

রসূল (সাঃ) বলেন,

> **"তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতা হল উত্তম চরিত্রের অধিকারী।"** [মুসলিম]

কেয়ামতের দিন আল্লাহর পাল্লার ভার দেখেই বোঝা যাবে যে উত্তম চরিত্র আল্লাহর কাছে কতটা পছন্দনীয়।

আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন,

> **"আল্লাহর পাল্লায় উত্তম চরিত্রের থেকে ভারি আর কিছুই হবে না। "**[আহমেদ, আবু দাউদ]

একই রকম ধারনা দেয় আরেকটি হাদিসে, রসূল (সাঃ) বলেন, "একজন বিশ্বাসী তার ভালো ব্যাবহারের জন্য তার সমতুল্য হয়ে যায় যে সারাদিন রোজা পালন করে এবং সারা রাত সলাত কায়েম করে। " [আবু দাউদ]

কারো চরিত্র উন্নয়নের উপায় হচ্ছে রসূল (সাঃ)- এর চরিত্রকে উদাহারন স্বরুপ মেনে চলা। একজনের যতটা সম্ভব বিভিন্ন পরিস্থিতে তার (সাঃ) এর চরিত্র আচার আচরণ ব্যাবহার অনুকরন করার চেষ্টা করা উচিৎ। কোন ব্যাক্তি যদি সত্যি এটা করে, তাহলে আস্তে আস্তে সে সর্বোত্তম চরিত্রের দিকে অগ্রসর হবে।

সুত্রঃ "Commentary on the Forty Hadith of al-Nawawi" - Jamaal al-Din M. Zarabozo / ভাবানুবাদ; ফাতিমা বিনতে আযাদ